দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

097

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের কাহিনী

টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত মির্জাপুর সদরস্থ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা সদরে একটি এস, এস, সি পরীক্ষা কেন্দ্র। স্থান সংকুলান না হওয়াতে পরীক্ষার্থীদের দু'ভাগে বিভক্ত করে। উক্ত স্কুল ভবনে সাতশ'আর দ্বিতল অট্টালিকার কলেজ ভবনে এগারশ' ছাত্রছাত্রীকে সীট দেয়া হয়েছে। আজ এই পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু লিখছি। না, ভুল বললাম, সম্ভবত: পরীক্ষা বলাটা যুক্তি-সঙ্গত হবে না। দেশে কোন কোন কালে কোন যুগে কোন ব্যক্তি এমন ধরনের অভূতপূর্ব পরীক্ষা দেখেছে কিনা বলতে পারবো না।

১৭ই মার্চ থেকে যে এস, এস, সি, পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার কথাই বলছি। ১৭ তারিখে বাংলা দুপত্র এবং ২০ তারিখে ইংরেজী দু'পত্রের পরীক্ষা দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু ভিড়ের চাপে আমার সঙ্গী বন্ধুটি আহত হয়। সব মিলিয়ে প্রায় আঠারশ' ছাত্র-ছাত্রী উক্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিলেও তাদের সাহায্যকারী তল্পি-বাহক নকল সরবরাহকারী হেল-পার বলে কথিত লোকের সংখ্যা অন্ততঃ নয় দশ হাজার। অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষার্থীর পেছনে জনপাঁচেক করে হেলপার। প্রাই-মারীর শিশুটি থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত হেলপারের ভূমিকায় অভিনয় করছে।

সকাল আটটার মধ্যেই পরী-ক্ষাকেন্দ্রের আশপাশ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। দূর থেকে বুঝা যায় না এটা গণবিক্ষোভ, জনসমাবেশ স্থল না পরীক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রের আশ-পাশে গাছের ডালে, ছাদে, টিনের চালে, এমনকি ল্যাট্রিনের ওপরও শুধু মানুষ আর মানুষ। দরজা জানলায় ঝুলন্ত অবস্থায় শত শত হেলপার ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। দশটার ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে প্রশ্নপত্র বাইরে এসে যায়। তড়িৎবেগে তা ফটোষ্ট্যা-টের জন্য চলে যায় বাজারে। ঐ প্রশ্নপত্রের পেছনে শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। কলেজের উপরতলায় মেয়েদের সীট পড়েছে স্বভাবত:ই ওদের একটু অসুবিধা-হওয়ার কথা। না, কোন অসু-বিধা নেই। প্রত্যেক জানালা থেকেই রশি, সুতোয় ইটের টুকরো বেঁধে নীচে ফেলে দেয়া হয়। হেলপারের দল সঙ্গে সঙ্গে ইট খুলে নকলের বাণ্ডিল বেঁধে দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরী-ক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে যায়। সে কি বিচিত্র পদ্ধতি না দেখলে বুঝা যায় না।

ভেতরে-বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন সীমানা নির্ধারণ-কারী ব্যবস্থা নেই। কেন্দ্রের ভেতরে বাইরে কোন তফাৎ নেই। একজন পরীক্ষার্থীর পাশে দু'জন করে হেলপার বসে আছে--কখনো বলে দিচ্ছে এবং প্রয়োজনে লিখেও দিচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে অপেক্ষাকৃত ঝানু সাহায্যকারী পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনীর খাতা রিভাইস দিয়ে দিচ্ছে। সত্যি কথা নকলের এমন স্বাধীন সার্বভৌম স্বর্গরাজ্য বাংলাদেশের আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

আরও চমৎকার ব্যাপার, পরিদর্শক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা-কারীরা নীরবে তাদের কর্তব্য (?) সুষ্ঠু আর সুশৃঙ্খলভাবে করে যাচ্ছেন। সুষ্ঠু বললাম এই কারণে-শিক্ষক, পরিদর্শক কেউ কাউকে কিছু বলেন না, পুলিশের লাঠিও চলে না, ক্রমাগত শুধু হুইসেল বাজে। বাঁশী শুনে মনে হয় ছোট্ট শিশুরা মেলায় এসে বাঁশী কিনে বাঁশী বাজাচ্ছে। পুলিশ-দের আরকি বলবো পাশেই থানা অথচ থানার ভেতরে গাছ-তলায় বসেও অলক্ষ্যে নকল সর-বরাহকারী সগৌরবে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে অবাধে নকল দিচ্ছে, কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। একে গণনকল না সার্ব-জনীন নকল বলবো ভেবে পাই না। এতবড় জালিয়াতি অব-লীলায় ঘটে যাচ্ছে অথচ কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। এমনকি পত্রিকায়ও এই কেন্দ্রের কথা তেমন কিছু ছাপা হয়না। এখানে কোন ছেলে বা মেয়েকে বহিষ্কৃত করা হয়না, ঐ কাজটি করলে তো পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রায় সকল-কেই তা' করতে হয়। তা' কি আদৌ সম্ভব? তারচেয়ে কাউকে কিছু না বলে যার যা খুশী করুক। তাতে কোন গ্যাঞ্জাম বা ঝামেলা হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রের ষোল আনা সুনামই (?) অক্ষুন্ন থাকবে। আর থাকছেও তাই। কি চমৎ-কার বুদ্ধি!

পরীক্ষা ব্যবস্থাকে রসাতলে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী অভি-ভাবক মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

নারায়ণগঞ্জে আরো প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই

নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় মোট ছয়টি ইউনিয়ন রয়েছে। তার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ইউনিয়ন নানা দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে নারায়ণ-গঞ্জ ইউনিরনেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক বসবাস করে। কিন্তু এই নারায়ণগঞ্জ ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩/৪টি। অথচ পার্শ্ববর্তী ইউ-নিয়নগুলোতে ৭/৮টি করে প্রাথ-মিক বিদ্যালয় রয়েছে। উক্ত ইউ-নিয়নগুলোর লোকসংখ্যা নারা-য়ণগঞ্জ ইউনিয়নের লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম। বলাবাহুল্য যে, জনসংখ্যা অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যার চাপের ভিত্তিতেই মূলতঃ স্কুল/কলেজ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, অপ্রিয় হলেও সত্য যে, জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ ইউনিয়নে নতুন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় অদ্যাবধি স্থাপন করা হয়নি।

এই অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ ইউনিয়নে আরো কয়েকটি প্রাথ-মিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্যামল চন্দ্র পাল
২০ নং ডি,এন রোড
নন্দপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।